দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ।। হলের নামকরণ নিয়ে বিতর্ক ।। শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং

ঝিনাইদহ, ২৭শে জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হলের নামকরণের সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষকতার মত মহতী পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় প্রীতি ও গ্রুপিং প্রকাশ্য নগ্ন রূপ নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক অনুদানে নির্মাণাধীন দুটি হলের নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং 'বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট (৩১শে ডিসেম্বর, '৯৭)। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর শুরু হয় বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, দলীয়করণ ও গ্রুপিংয়ের ঘটে নগ্ন প্রকাশ। বিএনপি ও জামাত সমর্থিত, শিক্ষক প্রভাবিত, অতি সম্প্রতি নির্বাচিত শিক্ষক সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ, নিন্দা জানায় এবং বাতিলের দাবি করে। তাদের দাবি হচ্ছে ঃ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অনুদানে নির্মিত হলের নামকরণ দলীয় ব্যক্তির নামে করে কর্তৃপক্ষ দলীয়করণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যবস্থাপনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন 'শাপলা ফোরামের' সভাপতি প্রফেসর এম আলাউদ্দিন ৪৫ জন শিক্ষকের পক্ষে পাল্টা বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতির নামে গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় এবং এ সিদ্ধান্তকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অপচেষ্টার সামিল বলে বর্ণনা করা হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বঙ্গবন্ধু কোন দলের নন। শিক্ষক সমিতি কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয় বা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের এজেন্টও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষকের মতামত না নিয়ে শিক্ষক সমিতির নামে বিবৃতি আকারে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে তা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনকের প্রতি অবমাননাকর।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর কায়েস উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, হলের নামকরণ নিয়ে এ বিতর্ক অহেতুক। হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার আইনগতভাবে সিন্ডিকেটের। এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তার অনুপ্রেরণার উৎস মহিয়সী নারী বেগম মুজিবের নামে হলের নামকরণের সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত কেবল যৌক্তিক–ই নয়, ধন্যবাদাহ–ও।

এদিকে হলের নামকরণের এ সিন্ডিকেট সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বিবৃতি প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কুষ্টিয়া জেলা শাখা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম ও ছাত্রলীগ (শা–পা)।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শহীদ জিয়াউর রহমান হল' এবং 'বেগম খালেদা জিয়া হল' নামে দুটি আবাসিক হলও রয়েছে। এ দুটি হলের নামকরণের সময় দলীয়করণ করা হয়েছে বলে কেউ বিবৃতিও দেয়নি, কোনরকম হৈ চৈও শোনা যায়নি।